49614 - রমযানরে দনিরে বলোয় স্ত্রীর সাথে যা কছিু করা জায়যে

প্রশ্ন

রমযানরে দনিরে বলোয় স্ত্রীর পাশে ঘুমানো কি স্বামীর জন্য জায়যে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

হ্যাঁ; এটি জায়যে। বরঞ্চ স্বামীর জন্য সহবাস ব্যতীত বা বীর্যপাত ব্যতীত নজিরে স্ত্রীকে উপভোগ করা জায়যে আছে।

ইমাম বুখারি (১৯২৭) ও মুসলমি (১১০৬) আয়শো (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য,ে তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রখেে স্ত্রীকে চুম্বন করতনে; স্ত্রীর সাথে মুবাশারা (আলঙ্গিন) করতনে। এবং তনিি ছলিনে তাঁর যৌনাকাঙ্ক্ষাকে নয়িন্ত্রণে সবচয়েে সক্ষম ব্যক্তি।

সন্দিি বলনে:

তাঁর কথা: ইউবাশরিু (يباشر) বা মুবাশারা করতনে এ কথার অর্থ হচ্ছ-ে স্ত্রীর চামড়ার সাথে তার চামড়া ছোঁয়ানো। যমেন- গালরে উপর গাল রাখা এবং এ জাতীয় কছিু।

উদ্দশ্যে হচ্ছ-ে চামড়ার সাথে চামড়া লাগানো। এখানে মুবাশারা দ্বারা- সহবাস উদ্দশ্যে নয়।

শাইখ উছাইমীনকে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি:

রোযাদার স্বামীর জন্য রোযাদার স্ত্রীর সাথে কি কি করা জায়যে?

উত্তরে তনিি বলনে:

ফরজ রোযা পালনকারী স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর সাথে এমন কছিু করা জায়যে হবে না; যাতে করে তার বীর্যপাত হয়ে যতেে পার।ে এ ক্ষত্রেে সব মানুষ এক রকম নয়। কারো বীর্যপাত দ্রুত হয়ে যায়; আবার কারো ধীরে ধীরে হয় এবং সে নজিকেে নয়িন্ত্রণ করার সক্ষমতা রাখ।ে যমেনটি আয়শো (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলছেনে য,ে তনিি ছলিনে স্বীয় যৌন চাহদিা নয়িন্ত্রণে সবচয়েে সক্ষম ব্যক্তি।

আবার কছিু লোক আছে যারা নজিদেরেকে নয়িন্ত্রণ করতে পারে না; তার বীর্যপাত দ্রুত হয়ে যায়। এমন ব্যক্তি ফরজ রোযা পালনকালে তার স্ত্রীকে চুম্বন করা, আলঙ্গিন করা ইত্যাদরি মাধ্যমে ঘনষ্ঠি হওয়া থকেে তাকে সাবধান থাকতে হবে। আর যদি ব্যক্তি নজিরে ব্যাপারে জানে যে, সে নজিকেে নয়িন্ত্রণ করতে পারবে তাহলে তার জন্য স্ত্রীকে চুম্বন করা ও জড়য়িে ধরা জায়যে আছে; এমনকি ফরয রোযার মধ্যওে। তবে, সাবধান! সহবাসরে ব্যাপারে সাবধান! রমযান মাসে যার উপর রোযা রাখা ফরজ সে যদি সহবাসে লপ্তি হয় তাহলে তার উপর পাঁচটি বিষয় অবধারতি হবে:

এক: গুনাহ।

দুই: রোযা ভঙ্গে যাওয়া।

তনি: দনিরে অবশষ্টি অংশ পানাহার ও সহবাস থকেে বরিত থাকা ফরজ। যে কোন ব্যক্তি কোন শরয়ি ওজর ছাড়া রমযানরে রোযা ভঙ্গ করবে তার উপর বরিত থাকা ও সদেনিরে রোযা কাযা করা ফরজ।

চার: সদেনিরে রোযা কাযা করা ফরয। কারণ সে ব্যক্তি একটি ফরয ইবাদত নষ্ট করছে; যার কারণ তার উপর এ ইবাদত কাযা করা ফরজ।

পাঁচ: কাফফারা দয়ো। এ কাফফারা হচ্ছে সবচয়েে কঠনি কাফফারা: একজন কৃতদাস আযাদ করা। কৃতদাস না পলেে লাগাতর দুইমাস রোযা রাখা। সটোও করতে না পারলে ষাটজন মসিকীনকে খাবার খাওয়ানো।

আর যদি রোযাটি ফরজ রোযা হয় তবে রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে; যমেন যে ব্যক্তি রমযানরে কাযা রোযা পালন করছে; এমন রোযা ভঙ্গ করলে দুইটি বিষয় অবধারতি হবে: গুনাহ ও রোযাটি কাযা করা। আর যদি রোযাটি নফল রোযা হয় তাহলে কোন কছিু আবশ্যক হবে না। সমাপ্ত